আনসার ও ভিডিপির দায়িত্ব :

১। দেশের সাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা আনসার ও ভিডিপির দায়িত্ব ।

২। দেশের আভন্তরীন গোলোযোগর সময় পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করা।

৩। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ পাহাড়া দেওয়া আনছার ও ভিডিপির দায়িত্ব ।

৪। নির্বাচনকালীন সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা আনছার ও ভিডিপির দায়িত্ব ।

৫। দূর্গাপুজা কালীন সময়ে পুজা মন্ডবের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

৬। দেশের উন্নায়ন মূলক কাজে সাহায্য করা।

ইতিহাস

স্বনির্ভর গ্রাম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে ১৯৭৬ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। ছোট শহরাঞ্চলে ভিডিপি এর সমমর্যাদার প্রতিরক্ষা বাহিনী "শহর প্রতিরক্ষা বাহিনী" নামে পরিচিত। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর প্রতিরক্ষা বাহিনীটির কার্যক্রম সীমিত হয়ে যায় কিন্তু রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহনের পর গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যপরিধি পুনরায় বৃধি পেতে থাকে এবং ১৯৮৮ সালে সারাদেশে ভিডিপি এর সদস্যসংখ্যা ১০ মিলিয়ন।

সাংগঠনিক কার্যক্রম

গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫.৬ মিলিয়ন যার শতকরা ৫০ ভাগ মহিলা। প্রতিটি ভিডিপি ইউনিট সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি গ্রামের জন্যেই, এক প্লাটুন পুরুষ এবং এক প্লাটুন মহিলা সদস্য থাকে অনুরুপভাবে, বাংলাদেশের প্রতিটি মহানগরের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি পুরুষ ও একটি নারী প্লাটুন থাকে।ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃত্বে, প্রতিটি ইউনিয়নে একটি পুরুষ ও একটি নারী ইউনিয়ন লিডার থাকে। বাংলাদেশ আনসার এর ডিরেক্টর জেনারেল গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীরও প্রধান হয়ে থাকেন। বর্তমানে প্রধানের দায়িত্বে আছেন মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান খান।